Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন বিনতে নুরুল

রোলঃ 227020120

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন বিনতে নুরুল

রোলঃ 227020120

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আফরিন বিনতে নুরুল, আইডিঃ 227020120 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাদিয়া আফরিন বিনতে নুরুল

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া আফরিন বিনতে নুরুল

আইডিঃ 227020120

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

মা হওয়ার যাত্রা 3

মায়ের মর্যাদা কেন এত বেশি? 8

সন্তান প্রসবের পর তিন ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে 23

মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য 26

পিতার মর্যাদা 31

পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য 39

ইসলামে পিতা মাতার গুরুত্ব ও তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য 43

উপসংহার 80

ভূমিকা

দোজাহানের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা । পবিত্র কুরআনে
সূরা বাকারার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে "أَنتَ مَوْلَىٰنَا" অর্থাৎ আপনি আমাদের অভিভাবক ।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন বিশ্ববাসীর সবচেয়ে বড় অভিভাবক । আপনার আমার রব পৃথিবীর বুকেও নিয়ামত হিসেবে দুইজন অভিভাবক দিয়েছেন তারা হলেন মা-বাবা । সন্তান যেমন পিতা মাতার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার তেমনি পিতা মাতাও সন্তানের জীবনের রহমত, বরকতের উৎস । পিতা মাতার সাথে জুড়ে দিয়েছেন জান্নাত-জাহান্নাম ।

আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে,
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পিতা-মাতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের

দুটি দরজা খোলা থাকে । একজনের আনুগত্য করলে জান্নাতের একটি দরজা খোলা থাকবে ।
আর যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হয় তাদের জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা থাকে । একজনের অবাধ্যতা করলে জাহান্নামের একটি দরজা উন্মুক্ত থাকবে ।

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি পিতা-মাতা সন্তানের ওপর অবিচার করে?নবীজি বললেন, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা অবিচার করলেও তাদের হক নষ্ট করার দরুন তাকে জাহান্নামে যেতে হবে ।'
(মেশকাত শরীফঃ ৪৯৪৩) ।

এ থেকে বোঝা যায়, মা-বাবার সম্মান ও মর্যাদা কতটা উর্ধ্বে । বস্তুত মা-বাবা সন্তানের জন্য বিরাট নেয়ামত ।

মা হওয়ার যাত্রা

বিয়ের সবেমাত্র কিছু মাস হলো চোখে মুখে
হাজারো রঙিন স্বপ্ন, এরই মাঝে হঠাৎ এক নতুন
অভিজ্ঞতার স্বীকার হওয়া।
শরীরে কেমন যেন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে মনে হচ্ছে, অস্বস্তি খারাপ লাগা সব যেন চেপে ধরেছে এক নিমিষে! এরই মাঝে শরীর জানান দিল যে তার মাঝে একটি ছোট্ট প্রাণ বেড়ে উঠছে, যে কিনা তার শরীর তো বটেই এমনকি পুরো হৃদয় জুড়েই বাস করবে !

সূচনা হল একজন নারীর জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করার দিনগুলো। যার মধ্য দিয়েই একজন নারী প্রকৃত নারী হওয়ার স্বাদ আস্বাদন করে। সে হয়ে ওঠে একজন "মা"।

মা শব্দটি কে সমুদ্রের সাথে তুলনা করলে ভুল হয় না ! 'মা' যার মমতার কোন কুল কিনারা নেই ।
যার দিকে তাকালে অশান্ত , ক্রন্দনরত শিশুর অবুঝ হৃদয়ও প্রশান্তিতে ভরে যায়। যে কিনা ফলদার বৃক্ষের মতো শুধু দিতেই ভালোবাসে , নিতে জানে না কিছুই ! যে নিজের সর্বস্ব টুকু দিয়ে

হলেও সন্তানকে সুখী দেখতে চায় । এমন এক সত্তা যার নিজেকে নিয়ে কোন চাওয়া পাওয়া নেই , যেন তার অস্থিমজ্জা শিরা-উপশিরা সবকিছুই সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত । রবের দুয়ারে হাত উঠলে সন্তানের জন্য একরাশ আবদার তার আছেই , নিজের জন্য চাইতে ভুলেও যায় অনেক সময়।

এ কেমন সত্তা রব সৃষ্টি করলেন ? যে কিনা সন্তানের সুখের মাঝেই নিজের সুখ খোঁজে , সন্তানের কষ্টে ব্যথিত হয় তার হৃদয় । যেন তারই বেশি কষ্ট হচ্ছে সন্তানের থেকে ।

হাদিসে এসেছে

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَنْ أحقُّ الناس بِحُسن صَحَابَتِي؟ قال: «أمك» قال: ثم مَنْ ؟ قال: «أمك»، قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمك»، قال: ثم مَنْ؟ قال: «أبوك». متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، مَنْ أحقُّ بحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدْنَاك أدْنَاك».[الرواية الأولى: متفق عليها.

الرواية الثانية: رواها مسلم] [صحيح[

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো,

হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার?তিনি বললেন,

“তোমার মা।” লোকটি বলল, তারপর কে, তিনি বললেন, “তোমার মা।” সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, “তোমার মা।”

সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, “তারপরে তোমার বাবা।” (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, একব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা হকদার কে? তিনি বললেন, “তোমার মা। এরপরও তোমার মা। এরপরও তোমার মা। এরপর তোমার বাবা। এরপর তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন। এরপর তোমার নিকটবর্তী লোকজন।”

হাদীসে বর্ণিত সাহাবা শব্দটি সুহবাহ তথা সঙ্গের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “সুম্মা আবাকা” উহ্য
ক্রিয়া দ্বারা নসব বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ অতঃপর তোমার বাবার সাথে উত্তম আচরণ করো। অন্য র্বণনায় “সুম্মা আবূকা” তথা রফ‘আ বিশিষ্ট হয়েছে।
এর কারণ স্পষ্ট । [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন । - মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম) ।] [সহীহ]

মা হওয়ার যাত্রায় এমন কি আছে যে রব তার কুরআনে একে বারংবার তুলে ধরেছেন ?
নানাবিধ বর্ণনার মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়ের কাছে এর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন বহু গুনে । মহিমান্বিত কুরআনে আয়াত নাজিল করে বললেন -

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে । তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস।”

(সূরা আহকাফ-১৫)

একটি ভ্রূণ মায়ের গর্ভে নিরাপদ আশ্রয়ে বড় হতে থাকে। যে স্থানটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বলা যেতে পারে । মহান রব একটি সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে বেড়ে ওঠার জন্য মায়ের গর্ভকে বেছে নিলেন । যেখানে সন্তান নির্বিঘ্নে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে । বিজ্ঞানের আলোকে মা হওয়ার যাত্রা অনুধাবন করলে মায়ের মর্যাদা ,

মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য কতটা বেশি তা একটু হলেও ধারণা করা যায় ।
কোরআন ও হাদিসের ভাষায় বারবার মাকে পিতার থেকেও বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
মা হওয়ার এই যাত্রা একদম শুরু থেকে যদি আমরা জানার চেষ্টা করি তাহলে পাথর হৃদয়েও ফুল ফুটবে বলে আশা করা

যায় । ধৈর্য ও ত্যাগের অনন্য মিশ্রণ রয়েছে এই যাত্রায় । একমাত্র বায়োলজিক্যালি মা হওয়া ছাড়া কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারীও এই ত্যাগ, মর্মস্পর্শী কষ্টের বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারবে না। সেখানে একজন পুরুষ তো সেই সীমানার অনেক দূরে।
তাই মহান রব মায়ের গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রেই পিতার থেকে বেশি দিয়েছেন।

মায়ের মর্যাদা কেন এত বেশি?

বৈজ্ঞানিক ভাবে একটু দেখা যাক । তাহলে বুঝবো কতটা কুদরত ও হিকমত দ্বারা মায়ের গর্ভে একটি শিশু লালিত পালিত হয় । একদম শুরু থেকেই একজন মাকে কতটা সবরের পরীক্ষা দিতে হয় ।

একজন মায়ের গর্ভে ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়া থেকে বাচ্চা জন্ম হতে সময় লাগে গড়ে ২৮০ দিন বা নয় মাস দশ দিন। নারী দের শরীরে সাধারণত দুটি ডিম্বাশয় বা ওভারি আছে । যারা ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান টিউব দিয়ে জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকে । ছেলেদের শুক্রাণুর মত মেয়েদের ডিম্বাণু কিন্তু ক্রমাগত ভাবে তৈরি হতে

থাকে না । সাধারণত প্রতিটি মেয়ে শিশু জন্মায় তাদের ডিম্বাশয়ে প্রায় দশ লক্ষ অর্ধপ্রস্তুত ডিম্বাণু নিয়ে । প্রতি মাসে এখান থেকে একটি ডিম্বাণু ফার্টিলাইজেশন বা নিষিআক্তকরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে । মেয়েদের ঋতুচক্রের কম বেশি ১৪ দিনের দিকে ডিম্বানুটি ডিম্বাশয় থেকে বের হয়ে ডিম্বনালি দিয়ে জরায়ুর দিকে যাত্রা শুরু করে। যাকে বলে ডিম্বস্ফোটন। এই অবস্থায় ডিম্বানুটি বার থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মত বাঁচবে । তাই শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হতে হলে এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হতে হবে । সাধারণত যৌনো মিলনের সময় কয়েক কোটি শুক্রাণু দীর্ঘ এক কঠিন যাত্রা শুরু করে নারীর শরীরের ডিম্বানুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য । কিন্তু নারীদেহের যোনির এসিডিক পরিবেশ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আক্রমনে তার বেশিরভাগই যাত্রাপথেই মারা যায় । যারা বেঁচে থাকে তাদের পার হতে হয় জরায়ুর মুখের সরু অংশ । নারী দেহের এই অংশটি অর্থাৎ সার্ভিক্স সাধারণত বন্ধ থাকে । তবে নারীদের মাসিক ডিম্বস্ফোটন বা অভুলেশনের সময় কয়েকদিনের জন্য শুধু খোলে । জরায়ুর ভেতরের পেশি গুলো সংকোচনের ফলে শুক্রাণু গুলো এগিয়ে যেতে থাকে ডিম্বাণুর দিকে । এরপর সেগুলোর অর্ধেক গিয়ে ঢোকে খালি আরেকটি ডিম্বনালির ভেতরে আর বাকি অর্ধেক ঢোকে অন্যটি তে যেখানে ওভুলেশনের সেই বিশেষ সময়ে ডিম্বাণুর থাকার সম্ভাবনা থাকে

। এই ডিম্বনালীতেও আরো হাজার হাজার শুক্রাণু মারা যাওয়ার পরে বেঁচে থাকে মাত্র কয়েকশ' শুক্রাণু। ।

এখানে মাত্র কয়েক ডজনের মত শুক্রাণু সাতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সবচাইতে আগে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে । যে শুক্রাণুটা আগে পৌছায়, সেটার এক ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে ডিম্বাণুর বাইরের দেয়াল গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে । আর এর পরপরই ডিম্বাণু তার বাইরের দেওয়াল এর ধরন পাল্টে দেয় যাতে আর কোন শুক্রাণু ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে । খুব বিরল কোন পরিস্থিতিতে একটার বদলে দুটো ডিম্বাণু বের হয়ে আসতে পারে সে ক্ষেত্রে দুটি শুক্রানু দুটি ডিম্বানুকে নিষিক্ত করবে আর

তার ফলে আল্লাহর অশেষ কুদরতে জন্ম নিতে পারে জমজ বাচ্চা । তবে এই ক্ষেত্রে বাচ্চার লিঙ্গ আলাদা হতে পারে অর্থাৎ ভাই বোন জন্মাতে পারে আবার একই লিঙ্গের বাচ্চা জন্মাতে পারে । এমনকি তাদের চেহারাতেও তফাৎ থাকতে পারে ।

যাইহোক এবার ডিম্বানুটির ভিতরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের ঘটনায় ফিরে যাই ।

শুক্রানুটি ডিম্বাণুর ভেতরে ভেঙে গিয়ে নিজের ভেতরের ২৩ টি ক্রোমোজোম সহ জেনেটিক উপাদান দিয়ে একটা প্রোনিউক্লিয়াস

তৈরি করে ফেলে । আবার ডিম্বানুটিও একইভাবে তার ২৩ টি ক্রোমোজোমের প্রোনিউক্লিয়াস তৈরি করে । তারপর এই দুইটি আদি নিউক্লিয়াস জোড়া লাগে ।

বাবার তেইশ টি ও মায়ের তেইশ টি ক্রোমোজোম মিলে তৈরি হয় মোট 46 টি ক্রোমোজোমের পূর্ণ নিউক্লিয়াস ।

এই সময় কিন্তু শিশুর চুলের রং , চোখের রং এগুলো নির্ধারিত হয়ে যায় ।

সেই নিষিক্ত জাইগোটটি কিন্তু তখন একটি মাত্র কোষ । সেটি জরায়ুর দেয়ালে প্রোথিত হয়ে বিভাজিত হতে শুরু করে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ব্লাস্টোসিস্ট । বিভাজনের সময় সাধারণত ভাগগুলি একসাথে লেগে থাকে ও একটি ভ্রূণে পরিণত হয় । কিন্তু বিরল কিছু ক্ষেত্রে ব্লাস্টোসিস্টটি সম্পূর্ণ আলাদা দুই বা তিন ভাগে

ভাগ হয়ে যায় তখন প্রতিটি ভাগ থেকে একটি করে ভ্রূণ তৈরি হয় এবং সবকিছু ঠিক থাকলে জমজ বাচ্চারা জন্মায় যারা একই লিঙ্গের হয় এবং দেখতেও একই রকম হয় । প্রতিটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়গুলি কিন্তু মহাপরাক্রমশীল রব মায়ের গর্ভে নিপুণভাবে সংঘটন করছেন ।

এরপর সপ্তাহখানেক জরায়ুর দেয়ালে লেগে থাকার পরে ব্লাস্টোসিস্টটি ডিম্বাণুর দেয়াল বা জোনা পেলুসিডা ভেদ করে

বেরিয়ে আসে এবং এন্ডোমেট্রিয়াম এর ভেতরে মিশে যায় । উল্লেখ্য এন্ডোমেট্রিয়াম হল জরায়ুর সবচেয়ে ভিতরের আস্তরণের স্তর , এবং মায়োমেট্রিয়ামের বিপরীত দেয়ালের মধ্যে আনুগত্য রোধ করার কাজ করে । যার ফলে জরায়ু গহ্বরের স্থিরতা বজায় থাকে । অ্যামনিওটিক স্যাক নামে থলির মতো একটি আস্তরণ তৈরি হয় গর্ভবতী হওয়ার ১২ দিন পরে ।

আর এর ভেতরে তরলের মধ্যে ভ্রূণটি ভাসতে থাকে । এই থলির ভেতরেই তৈরি হয় গুরুত্বপূর্ণ প্লাসেন্টা বা গর্ভ ফুল যা জরায়ুতে শিশুকে অক্সিজেন , প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং শিশুর রক্ত থেকে বর্জ্যগুলো অপসারণ করে । প্রথম আট সপ্তাহে শিশুটির শরীরে অভ্যন্তরীণ সব অঙ্গগুলি তৈরি হয় ।

তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, অন্ত্র, হৃদপিণ্ড তৈরি হতে শুরু করে। পা আর হাতেরও দেখা পাওয়া যায় এ সময়ে। ৫ম সপ্তাহে হৃদপিন্ডের নিয়মিত স্পন্দন শুরু হয় । চোখ আর কানে এবং মাথায় স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হতে শুরু করে । ষষ্ঠ সপ্তাহে ফুসফুস তৈরি হতে থাকে, শুরু হয় ভ্রণটির শরীরে রক্ত প্রবাহ । এসময় শরীরের ভেতরের কঙ্কালটিও আকার নেয়া শুরু করে আর স্নায়ুতন্ত্রের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠানো শুরু হয়ে যায়। সপ্তম-অষ্টম সপ্তাহে চুল , লোম ও স্তনবৃন্ত দেখা দেয় । মুখ ,

ঠোট, কনুই ও পায়ের আঙ্গুলও এসময় আলাদা করে চেনা যায় । ৯ম -১২শ সপ্তাহে পরিপাকতন্ত্র কিছুটা কাজ শুরু করে দেয় । এ সময় মাথাটি ভ্রূণের প্রায় অর্ধেক আয়তন দখল করে রাখে । ১২শ সপ্তাহের পরে আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে শিশুর লিঙ্গও জানা যায় । ১৩শ -১৬শ

সপ্তাহের মধ্যে মাথা হালকা চুলে ঢেকে যায় ।

হাড় গুলি শক্ত হতে থাকে । ভ্রুণটি নিজে থেকে হাত পা নাড়াতে পারে । এরপরে সতের থেকে বিশ সপ্তাহে মস্তিষ্ক দ্রুত বাড়তে থাকে । এ সময় স্টেথোস্কোপ দিয়ে মায়ের গর্ভে থাকা ছোট্ট প্রাণটির হৃদপিন্ডের স্পন্দন শোনা যায় । একুশ-চব্বিশ তম সপ্তাহের ভেতর চোখ বন্ধ থাকলেও হাত মুঠ করতে পারে এবং ফুসফুসে কোষগুলো পরিণত হয়ে ওঠে।

২৫ থেকে ২৮ তম সপ্তাহে প্রায় ১৫ ইঞ্চি লম্বা ভ্রুনটি তখন চোখের পাতা খুলতে বা বন্ধ করতে পারে এবং স্নায়ুতন্ত্র শরীরের কিছু কাজও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । আঙ্গুলের ছাপও তখন চূড়ান্ত হয়ে যায় ।

এ সময়টিতে সাধারণত ভ্রুনের মাথা নিচের দিকে ও পা উপরের দিকে হয়ে যায় । ২৯ থেকে ৩২ সপ্তাহে স্নায়ুতন্ত্র শরীরের ওপর আরো নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং ফুসফুস নিয়মিত ওঠানামা করতে থাকে ।

যদিও তখনও বাতাসের বদলে তরল দিয়ে ফুসফুস ভর্তি । চিন্তা করা যায় তরলের মাঝে আমরা বেঁচে আছি ? যেখানে পৃথিবীতে আসার পর সেই তরলেই অধিক সময় থাকলে আমাদের মৃত্যুও হতে পারে । কিন্তু এভাবেই এক সময় আমরা ছিলাম আমাদের পরম মমতাময়ী মায়ের গর্ভে। মায়ের গর্ভে থাকা গর্ভফুল টি একপ্রকার ফিল্টার বা পরিশোধনের কাজ করে । নাড়ির মাধ্যমে মায়ের দেহ থেকে অক্সিজেন ও পুষ্টি যায় , গর্ভফুল তা ফিল্টার করে ভ্রূণের দেহে পাঠায় । আবার নাড়ির মাধ্যমেই ভ্রূণটির শরীরের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কোষের বর্জ্য পদার্থ গর্ভফুল হয়ে মায়ের রক্তে মিশে যায় । তারপর মায়ের রক্তে পরিশোধিত হয়ে নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে বের হয়ে যায় । ৩৩ থেকে ৩৮ তম সপ্তাহের হালকা লোম দ্রুত মিলিয়ে যেতে থাকে , হাত মুঠ করার ক্ষমতা বাড়ে , কানের লতি সম্পন্ন হয় । এসময় মায়ের শরীর থেকে বিভিন্ন এন্টিবডি ভ্রূণটির শরীরে যায়

যাতে জন্ম নেয়ার পরে শিশুর কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে । ৩৮ তম শব্দ সপ্তাহে ভ্রূণটিকে পরিপূর্ণ ধরা হয় এবং জন্মের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । এর এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে শিশুটি

জন্ম হয় । শেষ হয় একজন মায়ের সম্পূর্ণ নতুন এক পথ চলার প্রথম অধ্যায় ।
এত এত মিরাকল আপনার আমার রব এই মাতৃগর্ভে ই ঘটিয়েছেন। তিনি এই স্থানটিকে বেছে নিয়েছেন, তার এই অসীম কুদরত ঘটানোর জন্য। এ সবই যেন রব করলেন মা জাতির মর্যাদা আকাশ চুম্বী করার উদ্দেশ্যে।

রব কি পারতেন না আপনাকে আমাকে অন্য কোন উপায়ে পৃথিবীতে আনতে? যেভাবে মা ছাড়াই জন্ম নিয়েছিলেন আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম । একটু ভেবে দেখুন তো, আপনার রব কি পারতেন না ঠিক এমন প্রক্রিয়াতেই আপনাকে আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে ?

কেনই বা এমন জটিল প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে আনয়ন করলেন, কেনই বা পৃথিবীতে আসার এ যাত্রায় আমাদের মা দের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিলেন? এমন অনেক প্রশ্নই জাগে চিন্তাশীল হৃদয় গহীনে । উত্তরটা খুব সহজ । মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদিসে মায়েদের গুরুত্ব নিয়ে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেখানেই এর কারণ নিহিত। মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই আপনার আমার পৃথিবীতে আসার অন্যতম মাধ্যম

হিসেবে মাকে জুড়ে দিয়েছেন । সন্তান জন্মদানের এ মহাযাত্রায় একজন মায়ের এত এত ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদানস্বরূপ মায়ের ভূমিকা ইসলামে এতো বেশি।

মায়ের দেহকে করলেন সন্তানের প্রথম নিরাপদ আবাস । একজন মা এর ভেতর আমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে বেড়ে উঠেছিলাম সেটা তো কিছুটা

আন্দাজ করলাম , কিন্তু তার বিনিময়ে আমাদের মায়েদের কতটা সবরের পরীক্ষা দিতে হয়েছে সেটা
জানা সকলের জন্য জরুরী ।

সন্তান গর্ভে আসার একদম প্রথম দিনগুলো থেকে প্রসব পরবর্তী একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একজন মাকে অগণিত বিষয় মোকাবেলা করতে হয় ।

সেটা যে শুধু শারীরিক তা নয় মানসিকভাবেও সে প্রচন্ড বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে । কারন প্রতিটি গর্ভধারনের সময়ই একজন মা বিভিন্ন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় যা আঁচ করার ক্ষমতাও অনেক ক্ষেত্রে আমরা রাখি না । গর্ভের সন্তানও কিছুই অনুভব করতে পারে না কেননা তারা

তখন পুরোপুরি মায়েদের উপর নির্ভরশীল থাকে ।

শুরুর দিনগুলোতে একজন মা এর শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় । মাথা ঘুরানো, বমি হওয়া খাবারের রুচির পরিবর্তন, সর্বদা ঘুমঘুম ভাব , দুর্বল লাগা , বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না পারা , হরমনের আধিক্যের কারণে হঠাৎ রাগ হঠাৎ দুঃখ কখনো প্রচুর মানসিক বিষণ্নতায় ভোগা প্রভৃতি যা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে যায় একজন মায়ের । তার শারীরিক আকৃতি পরিবর্তন হতে থাকে , অনেক কিছুই আর আগের মত থাকে না । একজন মা নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সন্তান কে পৃথিবীতে আনার প্রক্রিয়া অব্যহত রেখেছে । প্রকৃতপক্ষে তার শরীরের কোন অংশই হয়তো বাদ যাচ্ছে না এ ত্যাগ ও ভালবাসার পরীক্ষায়।
প্রতি টা মুহূর্ত যেন একজন মায়ের জন্য অপেক্ষার প্রহর হয়ে থাকে । সে সর্বদাই তার সন্তান নিয়ে জল্পনা কল্পনায় বিভোর হয়ে কাটায় । কেমন হবে তার নাড়ি ছেঁড়া ধন ? এই আকাঙ্ক্ষাই যেন তাকে

শক্তি যোগায় , মনোবল জোগায় । এই দীর্ঘ সময়কালীন আপনি আমি আমাদের মায়ের পেটে নিরাপদে রয়েছি । আর আমাদের মা আমাদের বহন করেছে , আমাদেরকে বেঁচে থাকার , বেড়ে

ওঠার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন । শুধু এতটুকুই যদি তার অবদান হত তাহলেও মা জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হত বলে আমি মনে করি না ! কিন্তু না এ তো শুধু এক অংশ এই মহাকাব্যের , আরো তো কতকি বাকি !

একজন প্রসূতি মার জন্য বাচ্চা জন্ম দেয়া তীব্র যন্ত্রণাময় একটি অভিজ্ঞতা কেননা মানব শিশু প্রসূতির যোনীপথে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং এর ফলে যোনীপথের যে সাময়িক প্রসারণ ঘটে তা স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

অপ্রশস্ত যোনীপথের ক্ষেত্রে ব্যথার মাত্রা তীব্রতর হয়ে থাকে এবং যোনীপথ ছিঁড়েও যেতে পারে অনেক সময় ।
বিজ্ঞান বলছে, এই ব্যথার যন্ত্রণা ১০টি হাড় একসঙ্গে ভেঙে যাওয়ার চেয়েও বেশি । পৃথিবীতে এই কষ্ট বা ব্যথা শুধু মা-ই সহ্য করতে পারেন , অন্য কেউ নন । মাতৃত্বেই সব মায়া-মমতার শুরু এবং শেষ।

গর্ভে ধারণ করা মাত্রই মায়ের জীবন মৃত্যুর ঝুঁকির মুখে পড়ে যায় । দিন যত বাড়তে থাকে ঝুঁকিও তত বাড়ে । প্রতি বছর , গর্ভাবস্থা এবং প্রসবজনিত জটিলতার ফলে প্রায় 500,000

প্রসবকালীন মৃত্যু হয় , 7 মিলিয়ন মহিলার দীর্ঘমেয়াদী গুরুতর সমস্যা রয়েছে এবং 50 মিলিয়ন মহিলার জন্মদানের পরে নেতিবাচক স্বাস্থ্যের ফলাফল রয়েছে ।

একজন মানুষের ভেতরে আরেকজন মানুষ ।
কখনো দুই বা তার অধিক । কী অসম্ভব ঘটনা । ভবিষ্যৎ সব সময়ের জন্য মানুষের জানা থাকে না। ছেলে বা মেয়ে , বোবা বা অন্ধ যাই হোক না কেন , সব সন্তানই তার মায়ের কাছে নাড়ি ছেঁড়া ধন ,

তার ভালবাসার উৎস , শ্রেষ্ঠ সম্পদ । সন্তান গর্ভে ধারণ করার পর যদি ওই সন্তানের বাবা মারা যান কিংবা দূরে কোথাও চলে যান তবু সন্তান জন্মাবে । পৃথিবীর আলোর মুখ দেখবে । কিন্তু মা সন্তান গর্ভে ধারণ , নিরাপদে প্রসব এবং দুই বা আড়াই বছর পর্যন্ত মাকে ছাড়া সন্তান পরিপূর্ণ হবে না । মায়ের দুধই শিশুর জন্য পুষ্টির একমাত্র অবলম্বন। একজন মায়ের খাবারই সন্তানের খাবার ।

এতটা তীব্র প্রসব বেদনাও কোন মা কে মা হওয়ার স্বপ্ন থেকে বিমুখ রাখেনা । এই তীব্র প্রসব বেদনার তিনটি পর্যায় থাকে :

পানি ভাঙা ও গর্ভাশয় খুলে যাওয়া, নিম্নগমন ও শিশুর জন্ম এবং গর্ভফুল বের হয়ে আসা । প্রথম পর্যায় সাধারণত বারো থেকে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে , দ্বিতীয় পর্যায় বিশ মিনিট থেকে দুই ঘণ্টা এবং তৃতীয় পর্যায়টি পাঁচ থেকে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয় ।
প্রতিটি মুহূর্তই তখন মৃত্যুযন্ত্রণার সমান ।

এই অসহ্য যন্ত্রণা পাড়ি দিয়ে মায়ের ভেতরে থাকা সেই ছোট্ট প্রাণ টি সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখে , শ্বাস নেয় বাতাসে । এতক্ষন যাকে পৃথিবীতে আনতে মায়ের শ্বাসরুদ্ধকর কষ্ট মোকাবেলা করতে হলো , জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ পার করতে হল তাকেই ব্যথাতুর অবস্থাতেও বুকে টেনে নেন একজন মহাযোদ্ধা “ মা ” ।

কখনো শোনা যায়নি যে এত কষ্ট সহ্য করেছে বলে মা সন্তানকে রাগ করে বুকে নেননি সেই মুহূর্তে । মা ব্যতীত অন্য কেউ হলে হয়তো সেটাই করত । মা
না হয়ে অন্য কোন সত্তা যদি হত তবে প্রথমে হয়তো আপনি আমি একটু মার খেয়ে নিতাম এতটা কষ্ট দেয়ার জন্য কিন্তু মা তো মা ই ।

এজন্য বলা হয় মায়ের তুলনা শুধু মায়ের সাথেই । পৃথিবীর কারো সাথে মায়ের তুলনা হয় না । মা তো মাই । রব মাকে সৃষ্টি করলেন সন্তানের চোখ জুড়াতে , হৃদয় প্রশান্ত করতে , সব বায়না আবদার পূরণের একমাত্র ভরসা হতে । তিনি প্রতিটি সন্তানের জীবনে একজন অবিচ্ছেদ্য ব্যক্তি এবং অত্যন্ত ভালবাসা, যত্ন এবং স্নেহের সাথে সন্তানদের যত্ন নেন ।

হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে ইবরাহিমের পরিচর্যাকারী হজরত সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,
হে আল্লাহর রাসুল ! শুধু পুরুষদের উত্তম উত্তম সুসংবাদ দেন কিন্তু নারীদের কেন সুসংবাদ দেন না?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার সাথীরা এ কারণে (নারীরা কারণ জানার জন্য) তোমাকে পাঠিয়েছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ ।

তারাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নারীদের জন্য সুসংবাদ) ঘোষণা ইরশাদ করেন-- 'তোমাদের কেউ কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যখন তোমাদের স্বামী তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারীনী হও, তখন তোমরা আল্লাহর পথে রোযাদারের সমান সওয়াবের অধিকারী হও । আর যখন প্রসব বেদনা শুরু হয়, তখন আসমান ও জমিনের অধিবাসী কেউ জানে না, তার জন্য চক্ষু শীতলকারী কি পুরস্কার (ছেলে/মেয়ে) লুকায়িত থাকে।- আর যখন প্রসব হয়ে যায় , তখন নবজাতকের দুধপানের প্রতিটি ঢোক এবং প্রতিটি চোষণের বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হয় ।- আর যদি নবজাকতের কারণে (কোনো নারীকে রাত) জেগে থাকতে হয়, তাহলে প্রতিটি রাতের বিনিময়ে সত্তরটি ক্রীতদাস আল্লাহর রাস্তায় মুক্ত করার সওয়াব দেয়া হয়।' (তাবারানি)

মায়ের তুলনাহীন অবদানের কারণে ইসলামে মাকে এতটা মর্যাদায় আসীন করেছে । কেননা প্রসবের পর ভিন্নমাত্রায় একজন মায়ের পরীক্ষা শুরু হয় । নিজের নড়বড়ে শারীরিক অবস্থা নিয়ে শিশু পালনের মত গুরুগাম্ভীর কর্ম সম্পাদন করতে হয় যার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই । যার কোন ছুটি নেই । ২৪

ঘন্টাই একজন মা দায়িত্ব পালন করেন । সে তার দায়িত্ব পালনে পিছপা হন না । যদিও তখনও তার শরীর ও মনের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল । শারীরিক উত্থান পতনের পাশাপাশি একজন মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের অনেক সময় অবনতি দেখা দেয় ।

সন্তান প্রসবের পর তিন ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে

১. পোস্ট পার্টাম ব্লু:

শিশুর জন্মদানের শারীরিক ও মানসিক ধকল এবং হরমোনের পরিবর্তনের ফলে সন্তান

জন্মদানের ২-৩ দিন পরই প্রায় ৮৫ শতাংশ মা পোস্ট পার্টাম ব্লুতে আক্রান্ত হন । এই সময় অকারণে কান্নাকাটি, আবেগের ওঠানামা, খিটখিটে মেজাজ, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, ক্লান্তির লক্ষণগুলো দেখা দেয় । সাধারণত লক্ষণগুলো কয়েক দিন থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে ।

২. পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশন:

সন্তান জন্মদানের এক মাসের ভেতরেই বিষণ্নতার লক্ষণগুলো এদের মধ্যে দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে লক্ষণগুলো পোস্ট পার্টাম ব্লুয়ের মতো মনে হলেও এই রোগের লক্ষণগুলো অনেক বেশি দীর্ঘমেয়াদি এবং যন্ত্রণাদায়ক। এর ফলে আক্রান্তের দৈনন্দিন কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হতে থাকে । দিনের বেশির ভাগ সময় মন খারাপ লাগা, কোনো কাজে আগ্রহ বা আনন্দ না পাওয়া , ঘুম ও ক্ষুধাহীনতা অথবা উল্টো অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া , অস্বাভাবিক ক্লান্তি,

অকারণ অপরাধবোধ এবং প্রায়ই কান্নাকাটি করা । রোগ তীব্র আকার ধারণ করলে নিজেকে আঘাত করার চিন্তা এমনকি মৃত্যুচিন্তা পর্যন্ত আসতে পারে।

৩. পোস্ট পার্টাম সাইকোসিস:

এই সমস্যাটি আরও বেশি গুরুতর । এতে যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তা হলো—অস্বাভাবিক আচরণ ও কথাবার্তা, ভ্রান্ত বিশ্বাস (যেমন অকারণে সন্দেহ), হ্যালুসিনেশন (অদৃশ্য ব্যক্তিদের কথা শোনা), অকারণে হাসা এবং বিড়বিড় করে কথা বলা, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি ।

এমন অজস্র সমস্যার ভেতর থেকে একজন মা প্রকৃত মা হয়ে ওঠেন । কেউই তাকে এই পরীক্ষায় হারাতে পারে না । অনেক বলা না বলা কষ্টের মাঝে মা দাঁত চেপে তা সহ্য করেন । হয়তো তার বেশিরভাগই আমরা জানি না ।

মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাতৃত্বের এই সংক্ষিপ্ত যাত্রা জানার পর আপনার হৃদয়ে কি অনুশোচনা হচ্ছে ? হ্যাঁ আপনার আমার অনুশোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক । কেননা এ সংক্ষিপ্ত মাতৃত্বের সংজ্ঞাতেই যদি এত এত ত্যাগ তিতিক্ষার মর্মস্পর্শী বর্ণনা ফুটে উঠতে পারে তবে বাস্তবে তা কতটা কষ্টের ? আর যিনি এত কিছু সহ্য করলেন , তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত ? এই প্রশ্নেই হয়তো আমাদের হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে আসে । কেমন যেন নীরবতা ছেয়ে যায় আমাদের চেহারায় । মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধের আসামি আমরা । সেই অপরাধের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি ।

মায়েদের মাতৃত্বকালীন অভিজ্ঞতাগুলো জানতে পারলে কেন হৃদয় গহিনে এমন অস্বস্তি অনুভূত হয়?
কেননা তার প্রকৃত মর্যাদা সন্তান হিসেবে আমরা দিতে পারি না । বরং অনেক ক্ষেত্রে
অবিচার করি আমরা তার সাথে । যা প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ । কেমন যেন আমরা সবকিছু গ্র্যান্টেড ধরে বসি । যেন পাওয়ারই ছিল , হওয়ারই ছিল । কেমন যেন মায়ের বেলাতেই এসে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বার্থপর হয়ে উঠি । সম্পর্কটা

কেমন যেন একপাক্ষিক হয়ে ওঠে । মাই সব করছেন , মাই ভালবেসে যাচ্ছেন , সকল প্রয়োজন পূরণ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু সন্তানের পক্ষ থেকে নাম মাত্রই কোন কিছু করা হচ্ছে ।

অনেক ক্ষেত্রে পুরো দুনিয়ার সাথে এমনকি কিছু দিনের পরিচিত মানুষদের সাথে আমরা খুব

হাস্যজ্জ্বল নরমভাষী হলেও মায়ের ক্ষেত্রে আমরা খুব উগ্র ও কঠোর মেজাজের অধিকারী হয়ে উঠি ।
এ বেলায় আমাদের ধৈর্য শক্তি কেন যেন শূন্যের কাছাকাছি ।

মায়ের জায়গায় অন্য কেউ হলে এমন আচরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া করত । কিন্তু মায়ের পক্ষ থেকে আমরা এমন জঘন্য আচরণের প্রতিক্রিয়া তেমন
কিছুই পাব না । তাই আমরা আরও বেশি সুযোগ পেয়ে বসি ।

ইসলামে যেখানে বিরক্ত হয়ে উফ / উহ শব্দ টুকু পর্যন্ত পিতা-মাতার সামনে করার কথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে জীবনে আমি বা আপনি কতবার এর চেয়েও জঘন্য

আচরণ , ধমকে সুরে কথা , চোখ রাঙানোর মত নিকৃষ্ট আচরণ করেছি তার ইয়ত্তা নেই । কিভাবে আমরা
এর প্রায়শ্চিত্ত করব ?

এর জন্য অবশ্যই জীবদ্দশায় মাকে সেবা করে, তার কষ্ট বুঝে , তার ইচ্ছা- অনিচ্ছার দিকে খেয়াল রেখে , তাকে ভালো রাখার মাধ্যমে নিজেদের এই ভুল শুধুরাতে হবে ।
যখন থেকে একটি সন্তানের বুঝ হয় , ভালো মন্দ
পার্থক্য করতে শেখে তখন থেকেই তার উচিত মায়ের প্রতি যত্নশীল হওয়া । তার মন বুঝে চলা ,
তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া , তার অনুগত হয়ে
চলা ।
মায়ের কথা ভুল মনে হলেও তা তিরস্কার না করা , সবরের পরিচয় দেয়া । কেননা কুরআনে তার দিকনির্দেশনা দেয়া আছে ।
কুরআনে বলা হয়েছে , “ পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের

প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।”
(সুরা লুকমান: ১৫)

মুশরিক হওয়া সত্বেও আয়াতে কতটা মার্জিত ভাষায় পিতা মাতার সাথে সদ্ভাবে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে । এছাড়াও হাদিসে এসেছে -
মুসআব ইবনু সা'দ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর সম্পর্কে কোরআনের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হলো। তিনি বলেন, তাঁর মা শপথ করে ফেলেছে যে, যতক্ষণ তিনি (সন্তান) ইসলামকে অস্বীকার না করবেন ততক্ষণ তার সাথে কথা বলবে না খাবেও না, পানও করবে না। সে (মা) বলল, আল্লাহ তাআলা তোকে আদেশ করেছেন- পিতামাতার কথা মানতে আর আমি তোর মা, আমি তোকে এ আদেশ করছি। মা তিনদিন পর্যন্ত কিছু খেল না। কষ্টে সে বেহুশ হয়ে গেলে উমারাহ নামক তার এক ছেলে তাকে পানি পান করালো।

মা সা'দর উপর বদদোয়া করতে লাগলো । তখন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- আমি মানুষকে

নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে ওরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার
কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।’ ‘আর পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।’ (সহিহ মুসলিম: ১৭৪৮)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত
তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন । আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট ফতোয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ কর। “ (সহিহ বুখারি: ২৬২০)

এ থেকে বোঝা যায় মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করার কোন অজুহাতই গ্রাহ্য করার মতো নয় । কেননা শির্কের চেয়েও বড় পাপকর্ম হতে পারেনা ।

ছেলে মেয়ে হিসব

পিতার মর্যাদা

সন্তানের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ব্যক্তি বাবা। বাবা জীবনের ভরসা ও ছায়ার নাম ।

ছেলেমেয়ের জন্য তিনি কি না করেন । বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা দিনক্ষণে বেঁধে রাখা যায় না ।

পৃথিবীতে প্রতিটি সন্তানের জন্য বাবা নির্ভরতার আশ্রয়স্থল । ভালোবাসার দীর্ঘ ছায়া ও অনুশাসনের একটি শৃঙ্খল । বাবার ছায়া সন্তানের জন্য বিশাল রহমত । বাবা সন্তানের মুখে আহার যোগাতে সর্বস্ব ত্যাগ করেন । জন্ম দেওয়ার আগ থেকেই সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন বাবা । পৃথিবীতে সন্তান আগমনের মূল কারিগর হলেন বাবা । তিনি ব্যতীত পৃথিবীতে মানুষের জন্ম অসম্ভব । মানুষের অস্তিত্বের সাথে পিতাকে জুড়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ তাআলা । পিতৃ পরিচয়হীন একজন মানুষ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বোঝা মনে করে নিজেকে ।

ইসলামে পিতৃ পরিচয় কে দিয়েছে সর্বাত্মক গুরুত্ব । মানুষের বংশধারা রক্ষা ইসলামী শরিয়তের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর একটি । আর বংশধারা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো শিশুর পিতৃপরিচয় নির্ধারণ করা এবং তাকে নিষ্কলুষ রাখা । কেননা বংশধারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ । মহান আল্লাহ বলেন,
'এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।' (সুরা : ফোরকান, আয়াত : ৫৪)

মানবজাতির বংশপরম্পরা সংরক্ষণের জন্য ইসলাম পিতৃ-পরিচয় সংরক্ষণকে আবশ্যক করেছে। নিজের পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকে পিতা স্বীকৃতি দিলে পিতৃ-পরিচয় বিপন্ন হয় এবং প্রকারান্তে মায়ের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া

হয়। তাই ইসলাম পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতার স্বীকৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ করেছে। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام ٌ

‘যে ব্যক্তি অন্যের পিতাকে নিজের পিতা বলে, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম।

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৯৮২) ৬৩৮৫

সুতরাং ইসলামের বিধান অনুযায়ী কারো পিতা মাতার পরিচয় বদলানো বৈধ নয় । কাউকে পালিত হিসেবে নেওয়ার পর শিশুর আইডেন্টিটি বদলে প্রকৃত বাবা মায়ের পরিচয় গোপন করে শিশুটিকে নিজেদের সন্তান হিসেবে পরিচিত করা যাবে না ।

তাকে তাদের পালিত সন্তান হিসেবে পরিচিত করতে হবে ।

ইসলামে জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা হিসেবে পরিচয় দেওয়া নাজায়েজ তবে কারো পিতৃপরিচয় জানা না থাকলে সে মুসলমানদের
দীনি ভাই হিসেবে পরিচিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُم. ْ

তোমরা পালকপুত্রদের তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এ পদ্ধতিই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তাদের পিতৃপরিচয় জানা না থাকে তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই ও তোমাদের বন্ধু।
(সুরা আহযাব: ৫)

মানুষ দুনিয়ায় আসার পর প্রথম যা লাভ করে তা হলো তার নাম-পরিচয় । মৃত্যুর পরেও মানুষের নাম বেঁচে থাকে । বংশপরিচয়ের জন্য ছেলে বা মেয়ের নামের সঙ্গে বাবার নাম ব্যবহার করা উত্তম । তাই পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের যুগে প্রত্যেকের নামের শেষে পিতৃ নাম যুক্ত থাকতো । কারণ পিতাই অস্তিত্বের একমাত্র কারণ । এক্ষেত্রে পিতার মর্যাদা ব্যাপক।

বিয়ের পর নারীর নামের সঙ্গে নিজ বংশের নামের পরিবর্তে স্বামীর বংশের নাম অথবা পিতার নামের পরিবর্তে স্বামীর নাম যুক্ত করা ইসলামে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যা ভিন্ন কোন ধর্ম বা জাতি হতে এসেছে । নবীপত্নীরা ও সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীরা এমনটি করেননি ।

অনেকে বাবার আত্মত্যাগ বুঝতে পারি না। যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে বাবা আমাদের জন্য

বটগাছের মত ছায়া হয়ে থাকেন । বাবা দুই অক্ষরের এই নাম উচ্চারিত হলেই যেকোনো সন্তানের হৃদয়ে জেগে ওঠে শ্রদ্ধা , ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি। একজন সন্তানের জীবনে বাবার অবদান বলে শেষ করা যাবে না । বাবা মানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যিনি নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে পরিবারকে সুখে রাখেন । স্বভাবগত গাম্ভীর্যের জন্য বাবার সঙ্গে সবার ঘনিষ্ঠতা একটু কম থাকে , কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কম থাকে না । ছোটবেলার গুটিগুটি পায়ে হাঁটা, তারপর বড় হয়ে যাওয়ার প্রতিটি হোঁচটে যে মানুষটা প্রতিবার সামলে রাখেন, তিনিই হলেন ‘বাবা’। সন্তানের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হন না । একজন বাবা তাঁর সন্তানের জন্য কতভাবে অবদান রেখে যান, এর হিসাব কেউ কখনো দিতে পারবে না । বাবা হচ্ছেন আমাদের জীবনের বাস্তবিক হিরো, বাবার অপূর্ণতা পৃথিবীর কোনো কিছু দিয়ে পূর্ণ

করা যায় না। বাবা’ এমন একটি শব্দ, যেখানে প্রাপ্তির কোনো শেষ নেই । আর যাদের বাবা নেই তারাই জানে বাস্তবতা কতটা কঠিন । পিতা বিহীন বড় হওয়া জীবন ছন্নছাড়া জীবনের মত । যেখানে প্রতিমুহূর্তে ধাক্কা খেয়ে চলতে হয় । পিতা থাকাকালীন সন্তান কখনই তা বোঝে না । কারণ পিতারা সর্বদা গোপনে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ ও দায়িত্বশীলতা পালন করেন । পিতা না থাকলে চলার পথে হোঁচট খেলে টেনে তোলার জন্য কেউ থাকে না । শূন্যতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় ।

শুধুমাত্র সন্তানদের মুখে আহার তুলে দিতে , তাদের ভরণপোষণ চালাতে , ভালো রাখতে একজন পিতা বাইরে রোদ বৃষ্টি ঝড় সবকিছু উপেক্ষা করে সারাদিন কখনো বা সারা রাত অবর্ণনীয় পরিশ্রম করেন । কিন্তু তা আমাদের চোখের সামনে না হয় সন্তান হয় অনেক সময় তা উপলব্ধি করি না । পৃথিবীতে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও অতীব কষ্টের কাজ রয়েছে । আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন সেখানে আপনার আমার বাবার মত অজস্র বাবা কাজ

করেন । কেন করেন ? নিজে ভালো থাকতে ? মোটেই না, বরং সন্তানের উত্তম ভবিষ্যৎ করার লক্ষ্যে । সন্তান যেন সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচে সেজন্য পিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে । কখনো খেয়ে কখনো বা না খেয়ে । যা সন্তানেরা কখনোই জানতে পারে

না । যেকোন আনন্দের দিনে সন্তান ও পরিবারের ভালো পোশাকের ব্যবস্থা করলেও তিনি তার পুরনো কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকেন সর্বদা ।

অতিব কর্মব্যস্ততার ফাঁকে সন্তানের হাসি মাখা চেহারা স্মরণ করে সকল দুঃখ ভুলে যান। অনেক ক্ষেত্রে পিতারা পরিবারকে ভালো রাখতে পরিবার থেকে অনেক দূরে গিয়ে, কখনো বা প্রবাসে গিয়ে থাকেন । সে তার ভালোবাসার মানুষগুলোকে ছেড়ে নিজের মনের বিরুদ্ধে এত দূরে গিয়ে

দীর্ঘকাল যাপন করেন শুধুমাত্র সন্তান-সন্ততি পরিবারকে একটু ভালো রাখার জন্য । সেখানে একাকীত্ব জীবনে নানা দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হয় যা তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে পরিবার পর্যন্ত সে

পৌঁছাতে দেয় না । অনেক পিতাই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে জীবনের পুরোটা সময় পরিবার থেকে দূরে কাটিয়ে দেন একা একা । শেষ বয়সে এসে তার কাছে আর কিছুই থাকে না , না সন্তান, না রেখে আসা সেই হাস্যোজ্জ্বল সোনালী সময় । সবাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যার যায় জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । পিতা শুধু স্মৃতির পাতায় থাকা সুন্দর মুহূর্তগুলো নিয়ে বেঁচে থাকেন।

জীবন যুদ্ধে বাবারা অনেক কষ্ট করেন যার একটু ছোঁয়াও সন্তানকে সে দেন না । প্রত্যেক বাবারা একটি অভিনয় করে থাকেন । তা হল তার কোন কষ্ট হয় না । সে যেন সবচেয়ে সুখী । কিন্তু সে আর তার রব জানেন সে কত কি পোহায় সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে । পিতারা সন্তানকে পেটে ধারণ করেনি হয়তো কিন্তু সন্তান পৃথিবীতে আসার পর থেকে আজিবন সে তার পিতার বক্ষে বাস করে । পিতা রা হয় সেই পাথরের মত যার বাহিরে শক্ত কিন্তু ভেতর থেকে যার ঝর্ণা প্রবাহিত হয় । পিতা রা হলেন আকাশের ন্যায় বিস্তৃত । যার মমতার কোন কুল কিনারা নেই । পিতারা হলেন সন্তানের জীবনে কাঠ ফাটা রোদের পর নামা ওই বৃষ্টি যা প্রকৃতিকে সজীব করে দেয় । পিতা বিহীন প্রত্যেক সন্তানের চেহারার গুলো কেমন যেন মলিন। পিতা বিহীন সন্তানদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসেও কমতি থাকে । পিতা হলেন জীবনের সর্বোত্তম শিক্ষক , যার অনুশাসনে জীবন হয়ে ওঠে শৃঙ্খলাময় , সুন্দর ।

পিতাবিহীন পৃথিবী যেন এক অদৃশ্য বোঝা । যেখানে প্রতিটি পদে রয়েছে কোন না কোন কষ্টের অভিজ্ঞতা । পিতারা হলেন রহমত , বরকত , সন্তানের জীবনের নূর । সন্তানের অকৃত্রিম হাসির পেছনের মূল কারিগর ।

পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

মায়ের মতোই পিতার প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে । কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ বাবা-মার হকের গুরুত্ব বুঝাতে বলেন,

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তার সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করো না এবং বাবা-মার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।'

(সুরা আন-নিসা ৩৬)

এ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে তার এবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করতেও নিষেধ করেছেন । পাশাপাশি মা-বাবার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনে উত্তম আচরণ করারও নির্দেশ দিয়েছেন । তাই বাবা-মার সঙ্গে উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলের ঈমানি দায়িত্ব ও কোরআনের নির্দেশ ।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'বাবা-মা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম। অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।' (ইবনে মাজাহ)।

মায়ের মর্যাদা অধিক অনেক ক্ষেত্রেই তবে তাই বলে পিতার টা কিন্তু কখনোই কম নয়। তার অবদান সমূহ জানার মাধ্যমে অবশ্যই আমরা উপলব্ধি করতে পারছি । সুতরাং মাতা কে যেভাবে আমরা আগলে রাখবো পিতাকেও একইভাবে আগলে রাখতে হবে । তার সঙ্গে ভদ্র ও নম্রতার পরিচয় দিতে হবে সর্বদা । আপনার আমার জন্য সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসা ব্যক্তিটি অবশ্যই পৃথিবীর সব সুখ পাওয়ার অধিকার রাখে । পিতা যেন সন্তানের দ্বারা কোনভাবে কষ্ট না পান

তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা সন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বর্ণিত আছে ।

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ
'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ'।

তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল,

আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, الْوَالِدُ ْأَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّع 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।

শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪২১; আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ 'তিনটি দোয়া কবুল হয়। যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও মজলূমের দোয়া' (আবুদাউদ

হা/১৫৩৬)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ ‘পিতা-মাতার দোয়া’ (আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২)। আরেক বর্ণনায় এসেছে,وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِه

‘পিতার বদদোয়া তার সন্তানের বিরুদ্ধে’ (তিরমিযী হা/১৯০৫)।

সুতরাং পিতার প্রতি মায়ের মতই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা অত্যাবশ্যক ।

ইসলামে পিতা মাতার গুরুত্ব ও তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا- (إسراء-23-25)

‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ কওপররেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ’লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল’।

‘আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন’। ‘তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা

আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে।
এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি

সন্তানের উপর অপরিহার্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*। এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহর আদেশ অপরিবর্তনীয় :

উপরোক্ত আয়াতে وَقَضَى رَبُّكَ 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন'। এই আদেশ অর্থ 'চূড়ান্ত ফায়ছালা'। কেননা আল্লাহর ইবাদতের ফায়ছালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফায়ছালাও তেমনি চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন বা নড়চড় নেই। যেমন অন্যত্র এসেছে, قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ 'তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে' (ইউসুফ ১২/৪১)।

যাকারিয়া বিন সালাম বলেন, জনৈক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছ। লোকটি বলল, আমার উপর এটিই আল্লাহ আদেশ করেছেন। তখন হাসান বাছরী বললেন, আল্লাহ তোমার উপর এটি আদেশ করেননি। বলেই তিনি অত্র আয়াতের প্রথমাংশটি পাঠ করলেন' (কুরতুবী)। কারণ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ 'আল্লাহ কখনো ফাহেশা কাজের আদেশ করেন না' (আ'রাফ ৭/২৮)। অনুরূপভাবে وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 'তিনি

বান্দার কুফরীর উপরে সন্তুষ্ট হন না' (যুমার ৩৯/৭)। অতএব অত্র আয়াতে 'আদেশ করেছেন' অর্থ 'ফায়ছালা করেছেন'।

২. পিতা-মাতার শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত সবকিছু মানতে হবে :

আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে' (লোকমান ৩১/১৫)। এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ দেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

মুছ‘আব বিন সা‘দ তার পিতা সা‘দ বিন খাওলা হ’তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ‘অতএব আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে’ (আহমাদ হা/১৬১৪)। ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে ফাঁক করে তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হ’ল, তখন সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত নাযিল হ’ল, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- ‘আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য

করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে’

(আনকাবূত ২৯/৮)।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরস্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّه ‘হে মায়ের হত্যাকারী’! আমি বললাম, يَا أُمَّاهُ! لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي ‘হে মা! যদি তোমার একশ’টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ’ল। সা‘দ (রাঃ) বলেন, আমার কারণে এভাবে মোট ৪টি আয়াত নাযিল হয়েছে।[2] বস্ত্তত: এমন ঘটনা সকল

যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. মুশরিক পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ :

(ক) আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর'।[3] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সাথে ছিলেন (ফাৎহুল বারী)।

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে বললাম। অতঃপর তিনি দো'আ করলেন। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভিতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোষাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন।[4]

৪. পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কেন করবে?

আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير- ‘(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই’ (লোকমান ৩১/১৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا- ‘আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস’ (আহক্বাফ ৪৬/১৫)।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস (কুরতুবী)। কেননা বাচ্চাকে দু’বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ- 'জন্মদানকারিনী মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' (বাক্বারাহ ২/২৩৩)।

মানুষ তার পিতা-মাতার মাধ্যমেই দুনিয়াতে এসেছে। অতএব তারাই সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- 'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না'। 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা

করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন' (দাহর ৭৬/১-২)।

৫. পিতা-মাতার পায়ের নীচে জান্নাত :

জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলাম জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا

'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'।[5] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارْجِعْ فَبَرَّهَا 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখ থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ 'তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত' (ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১)।

৬. পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চাইতে উত্তম :

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়‘আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু’জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ‘তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর’ (মুসলিম হা/২৫৪৯ (৫-৬)। তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ

‘তুমি তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়‘আত নিতে অস্বীকার করলেন’।[6] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে

সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য ‘ফরযে ‘আয়েন’। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য ‘ফরযে কিফায়াহ’। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন,

পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’।[7] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’।[8] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান জিহাদে গমন করার উপরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ’ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা

উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না’।[৭]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন,

আমীন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ’ল না। পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন’। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন’। অতঃপর ৩য়

সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ’ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না।

অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন’।[10]

৭. মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণ যে যত নিকটবর্তী’।[11]

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবা কর। فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তার দু'পায়ের নীচে' (নাসাঈ হা/৩১০৪)।

৮. পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি :

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ'।[12] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعِ 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।[13]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ’লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا ‘তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম’।[14] ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ’লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদীছপন্থী হ’লে বিদ‘আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

৯. পিতা-মাতার দো‘আ নিঃসন্দেহে কবুল হয় :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم ‘তিনটি দো‘আ কবুল হয়। যাতে কোনরূপ

সন্দেহ নেই। পিতার দো‘আ, মুসাফিরের দো‘আ ও মযলূমের দো‘আ’ (আবুদাঊদ হা/১৫৩৬)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ ‘পিতা-মাতার দো‘আ’ (আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ‘পিতার বদদো‘আ তার সন্তানের বিরুদ্ধে’ (তিরমিযী হা/১৯০৫)। এক কথায় সন্তানের জন্য বা সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার যেকোন দো‘আ বা বদদো‘আ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব এ ব্যাপারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। যেন সন্তানের কোন আচরণে পিতা-মাতার অন্তর থেকে ‘উহ্’ শব্দ বেরিয়ে না আসে। অথবা সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়ে পিতা-মাতা যেন মনে বা মুখে কোন বদদো‘আ না করে বসেন। যেকোন অবস্থায় উভয়কে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। প্রত্যেকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে। নইলে যেকোন সময় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাবে।

১০. সন্তান হ’ল পিতা-মাতার পবিত্রতম উপার্জন :

‘আমর বিন শু‘আইব তার পিতা হ’তে, তিনি তার দাদা ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ ‘তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর’।[15] আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ- ‘নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হ’ল যা তোমরা নিজেরা উপার্জন কর। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অংশ’ (তিরমিযী হা/১৩৫৮)। উক্ত বিষয়ে জাবের ও আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর প্রমুখ ছাহাবী থেকেও ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক ছাহাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে কেউ কেউ বলেন, কেবল প্রয়োজন অনুপাতে নিতে পারেন’ (তিরমিযী হা/১৩৫৮-এর ব্যাখ্যা)।

নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন। যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। পক্ষান্তরে তাদের পাপের অংশ পিতা-মাতা না পেলেও দুনিয়াতে তারা সন্তানের কারণে বদনামগ্রস্থ হবেন। যেভাবে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য পুত্র জগদ্বাসীর নিকটে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে নবী নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ধমক খেয়েছিলেন (হূদ ১১/৪৫-৪৬)। অতএব সন্তানদের অবশ্যই পিতা-মাতা ও বংশের সম্মান ও সুনামের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

১১. পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির অসীলা :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ব কালে তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিন জনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আললাহর নিকট প্রার্থনা কর। আশা করি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি প্রতিদিন মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান।

তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও দুধ পান করেন। তারপরে আমি বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 'হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাতো বোন ছিল। যাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসতাম। এক সময় তাকে আমি আহবান করলে সে একশ' দীনার নিয়ে আসতে বলল। আমি বহু কষ্টে একশ' দীনার জমা করলাম। অতঃপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কিন্তু যখন আমি তার প্রতি উদ্যত হ'লাম, তখন সে বলল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَم 'হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। আমার সতীত্ব বিনষ্ট করো না'। তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে উঠে এলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি

আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও’! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি জনৈক ব্যক্তিকে এক পাত্র চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করি। কাজ শেষে আমি তাকে প্রাপ্য দিয়ে দেই। কিন্তু সে কোন কারণবশত তা ছেড়ে চলে যায়। তখন আমি তার প্রাপ্যের বিনিময়ে গরু ও রাখাল পালন করতে থাকলাম। অতঃপর একদিন লোকটি আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার উপর যুলুম করো না। আমার পাওনাটা দিয়ে দাও’। তখন আমি বললাম, এই গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। লোকটি বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না’। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি সব নিয়ে গেল’। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ’লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও’! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন’।[16]

এগুলি হ’ল বৈধ অসীলা সমূহের অন্যতম। যাতে কোন রিয়া ও শ্রুতি ছিল না। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য ছিল। সেজন্য

আল্লাহ উপরোক্ত সৎকর্ম সমূহের অসীলায় তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

১২. পিতা-মাতার অবাধ্যতা শিরকের পরে মহাপাপ :

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কোনটি সে বিষয়ে খবর দিব না? আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এসময় তিনি ঠেস দিয়ে ছিলেন। অতঃপর উঠে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য। কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন। আমরা ভাবছিলাম, তিনি আর থামবেন না’।[17] অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, শিরকের পরেই মহাপাপ হ’ল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এরপরে মহাপাপ হ’ল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

১৩. রেহেম রহমান হ’তে নিঃসৃত :

আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ : أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّه- আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমিই রেহেম সৃষ্টি করেছি। আমি ‘রেহেম’ শব্দটিকে আমার ‘রহমান’ নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে ব্যক্তি সেটা ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব’।[18]

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّحِمَ سُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن ‘রেহেম শব্দটি রহমান থেকে নিঃসৃত। সেকারণ আল্লাহ বলেছেন,...।[19]

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْش ‘রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে যুক্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন’।[20]

জুবায়ের বিন মুত্ব‘ইম (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ‘রেহেমের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[21] আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ ‘খোটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[22] ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ- ‘তিন জন ব্যক্তির উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতা স্থায়ী রাখে’।[23]

‘দাইয়ূছ’ অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিবারে ব্যভিচার, ব্যভিচার উদ্রেককারী পরিবেশ, মদ্যপান ও বিভিন্ন ধরনের অনৈসলামী আচরণ জিইয়ে রাখে এবং তা দূরীকরণে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয় না (মিরক্বাত)।

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত এ দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা

রাখেন’।[24] অর্থাৎ অন্যান্য পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে নাও দিতে পারেন অথবা বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু বর্ণিত দুই পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। আর আখেরাতে তো থাকবেই। যদি না সে তওবা করে।

পিতা-মাতা হ’লেন রেহেমের সম্পর্কের মূল সূত্র। অতএব পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হ’ল সর্বাগ্রে। অতঃপর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এই হাদীছের মধ্যে শামিল। কেননা আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ‘তিনিই মানুষকে পানি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন’ (ফুরক্বান ২৫/৫৪)। বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে পরাজিত গোত্র নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার সূত্রে ঐ গোত্রের বন্দী একশ’ পরিবার মুক্তি পায় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্র (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) হিসাবে তারা সম্মানিত হয় ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[25] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পরলোকগত স্ত্রী খাদীজার বান্ধবীদের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন।[26]

তিনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য তাকীদ দিতেন। এমনকি ঐতিহাসিক ছাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময়েও তিনি বলেছিলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا- 'হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখি না। তবে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব'।[27]

মক্কায় যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা মৃত ভক্ষণ ও হাড়-হাড্ডি খেতে শুরু করে, তখন শত্রুনেতা আবু সুফিয়ান এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আগমন করেছ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আদেশ দানের জন্য। এদিকে তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট দো'আ কর'। তখন রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ 'অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের, যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে' (দুখান ৪৪/১০)।

এর দ্বারা বিরোধী পক্ষকে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। যা সাত দিন স্থায়ী হয়। তখন তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করেন, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ‘হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না’। এরপর তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়। ফলে তাদের নেতারা বদরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، يَوْمَ بَدْرٍ ‘যেদিন আমরা সর্বোচ্চ গ্রেফতারে পাকড়াও করব, সেদিন আমরা চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেব’ (দুখান ৪৪/১৬), যেটা ঘটে যায় বদরের দিন’ (বুখারী হা/১০২০)। মদীনাতেও একই অভিযোগ এলে রাসূল (ছাঃ) একই দো‘আ করেন (বুখারী হা/১০২১)। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এটা হ’তে পারে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত প্রতিশোধ।

৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধাবস্থা চলাকালে ইয়ামামা থেকে মক্কাবাসীদের জন্য শস্য আগমন বন্ধ

হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন তাঁর নির্দেশে সেখানে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়’।[28] এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূলে হ’ল পিতা-মাতার রক্ত সম্পর্ক।

১৪. রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একবার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, সেরূপ হ’লে তুমি তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই নীতির উপর থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ হ’তে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন। যিনি তাদের ক্ষতি হ’তে তোমাকে রক্ষা করবেন’।[29] অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হ’ল আগুনের শাস্তি। ‘মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ’ বলার

মাধ্যমে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে কেবল আত্মীয়তার বিপরীতে আত্মীয়তা করে। বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি ছিন্ন হবার পরে তা পুনঃস্থাপন করে’।[30] কেননা সেটাই হবে প্রকৃত আত্মীয়তা। বাকীটা হবে স্রেফ লৌকিকতা। আত্মীয়তা সর্বদা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে আত্মার সংযোগ নেই, সেখানে আল্লাহর রহমত নেই। আর আত্মীয়তার মূলে হ’লেন পিতা-মাতা। তাই তাঁদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখাই হ’ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ত্রুটি থাকলে বাকী সব সম্পর্কই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

১৫. আত্মীয়তায় জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায় :

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকায় প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে’।[31] সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِر ‘তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো‘আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত’।[32] অর্থাৎ যে সব

বিষয় আল্লাহ দো‘আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো‘আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর ‘সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়’ অর্থ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত বৃদ্ধি পায়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে (মিরক্বাত, মির‘আত)। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না।[33] আর এটা বাস্তব সত্য যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে সৎকর্ম করার সুযোগ পায়। তাছাড়া পরস্পরের মর্যাদা রক্ষায় ও বিপদাপদ হ’তে নিরাপদ থাকায় তারা একে অপরের সহযোগী হয়।

১৬. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের কোন সৎকর্ম কবুল হয় না :

আবু উমামাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ- ‘তিনজন ব্যক্তির কোন দান বা সৎকর্ম আল্লাহ কবুল করেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোটা দানকারী এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি’।[34]

১৭. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য :

প্রথম করণীয় হ’ল, তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা ও অছিয়ত পূর্ণ করা। অতঃপর মীরাছ বণ্টন করা (নিসা ৪/১১)। অতঃপর পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করা, ছাদাক্বা করা এবং ইল্ম বিতরণ করা। আরেকটি হ’ল তাদের পক্ষ হ’তে হজ্জ করা।[35]... তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে।[36]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে এটা আমার জন্য হ’ল? তিনি বলবেন, بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ‘তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে’।[37] এজন্য সন্তানকে সর্বদা দো‘আ করতে হবে, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا - (রবিবরহাম্হুমা কামা রববাইয়া-নী ছগীরা) ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন’ (ইসরা ১৭/২৪)।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ -
(রববানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু’মিনীনা

ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব) ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাকে ও আমার

পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে’ (ইবরাহীম ১৪/৪১)।

ছাদাক্বার মধ্যে ঐ ছাদাক্বা উত্তম, যা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, যা সর্বদা জারি থাকে ও স্থায়ী নেকী দান করে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হ’ল ইল্ম বিতরণ করা। যে ইল্ম মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং শিরক ও বিদ‘আত হ’তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর ইসলামী গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান করা, সেজন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করা। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। অতঃপর মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদ করা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

১৮. পিতা-মাতা না থাকলে খালা-ফুফুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড় পাপ করেছি। আমার কি কোন তওবা আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'।[40] বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُم 'খালা হ'লেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত'।[41] একইভাবে চাচা ও মামু সমান মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় স্বীয় দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[42]

অত্র হাদীছে 'বড় পাপ' বলতে ব্যক্তির নিকটে বড় পাপ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। যদিও সেটি ছোট পাপ ছিল। অথবা সেটি আসলেই বড় পাপ ছিল। কিন্তু সে খালেছ তওবা করেছিল। আর খালেছ তওবাকারী ব্যক্তির পাপ আল্লাহপাক ক্ষমা করেন ও তা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন (ফুরক্বান ২৫/৭০)। জানা আবশ্যক যে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয় এবং কবীরা গোনাহ তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। আর

তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহের কোন ক্ষমা হয় না (নাজম ৫৩/৩২; তাহরীম ৬৬/৮)।

খালা মায়ের দিক দিয়ে এবং ফুফু পিতার দিক দিয়ে সন্তানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরেই বলেছেন, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 'অতঃপর যে তোমার সর্বাধিক নিকটবর্তী তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯১১)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে উঠে যেদিন কুরায়েশগণকে তাওহীদের আহবান জানান, সেদিন নিজ কন্যা ফাতেমার পরেই يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ 'হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু ছাফিয়া' বলে তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আহবান জানিয়েছিলেন।[43] এতে বুঝা যায় যে, খালা ও ফুফু একই মর্যাদার অধিকারী।

১৯. পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা :

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّى- 'সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হ'ল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা'।[44] এতে বুঝা যায় যে, পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী সন্তান পিতার বন্ধুর কাছেও

সদ্ব্যবহার পেয়ে থাকে। আর পিতার বন্ধুও তাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করে থাকেন। এভাবেই সে সমাজে সম্মানিত হয়।

২০. পিতা হ'লেন পরিবারের আমীর :

ইসলামী সমাজ হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমাজ। যা আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে যার দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক সংস্থা। যা পিতা-মাতা ও সন্তানাদি নিয়ে গঠিত। এই সংস্থা বা সংগঠন পরিচালিত হয় মূলতঃ পিতার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' (নিসা ৪/৩৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ 'পুরুষ হ'ল তার পরিবারের দায়িত্বশীল'।[45]

অতএব পিতা হ'লেন তার পরিবারের আমীর। তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিবারের

প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। শিরক বা শরী‘আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে। তার আদেশই সর্বদা শিরোধার্য হবে এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে।

পিতা হবেন পরিবার প্রধান এবং মা হবেন গৃহকর্ত্রী। প্রয়োজন মত পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের পরামর্শ

নিয়ে তারা পরিবার পরিচালনা করবেন। কেননা আল্লাহ বলেন,وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ‘যরূরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

উপসংহার

পরিবার হ'ল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ইউনিট। সন্তান পিতা মাতার প্রতি যত আনুগত্যশীল ও শ্রদ্ধাশীল হবে, সমাজ ও রাষ্ট্র তত সুন্দর ও শান্তিময় হবে । সন্তান যত উদ্ধত ও উচ্ছৃংখল হবে, সমাজ তত বিশৃংখল ও বিনষ্ট হবে।

পিতা মাতার গুনগান ও তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য লিখতে বসলে হয়তোবা কলমে কালি ফুরিয়ে যাবে পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু লেখা আর শেষ হবে না ! জান্নাতের কোন নিয়ামতই আমরা দেখেনি, ভোগ করিনি তবে পৃথিবীর বুকে বাবা-মা এক টুকরো জান্নাতি নিয়ামতের মতোই । আল্লাহর দরবারে হাজার লাখো সিজদাহ যিনি কিনা এমন বিস্ময়কর দুজন সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে আমাদেরকে এনেছেন ভালোবাসা শিখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন । এই নগণ্য লিখনীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাকে এবং অন্যান্য সকল ব্যর্থ সন্তানদের

হেদায়েত দিক । পিতা-মাতা জীবিত থাকতেই তাদের পায়ের নিচে জান্নাত খুজে নেয়ার তৌফিক দিক , পিতা মাতাকে দুনিয়া আখেরাতে সম্মানিত করার তৌফিক দিক আমীন!

রেফারেন্স সমূহ:
[1]. মুসলিম হা/১৭৪৮; আহমাদ হা/১৫৬৭, ১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯; মিশকাত হা/৩০৭১ (কেবল ‘অছিয়ত’ অংশটুকু) ‘অছিয়ত সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

[2]. কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদীছ ছহীহ; ওয়াহেদী হা/৬৭০ সনদ হাসান, মুহাক্কিক কুরতুবী।

[3]. বুখারী হা/৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩।

[4]. মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫।

[5]. ত্বাবারাণী কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫।

[6]. আহমাদ হা/৬৮৩৩; আবুদাঊদ হা/২৫২৮।

[7]. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮।

[8]. তিরমিযী হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭।

[9]. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২ ‘সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার’ অনুচ্ছেদ।

[10]. ছহীহ ইবনু হিববান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬, হাদীছ হাসান ছহীহ।

[11]. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।

[12]. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।

[13]. শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪২১; আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

[14]. হাকেম হা/২৭৯৮; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৪২৬; ছহীহাহ হা/৯১৯।

[15]. আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; মিশকাত হা/৩৩৫৪।

[16]. বুখারী হা/৫৯৭৪, ২৯৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'সৎকর্ম ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।

[17]. বুখারী হা/৫৯৭৬; মুসলিম হা/৮৭।

[18]. তিরমিযী হা/১৯০৭; আবুদাঊদ হা/১৬৯৪; মিশকাত হা/৪৯৩০।

[19]. বুখারী হা/৫৯৮৮; মিশকাত হা/৪৯২০।

[20]. মুসলিম হা/২৫৫৫; মিশকাত হা/৪৯২১।

[21]. মুসলিম হা/২৫৫৬; বুখারী হা/৫৯৮৪; মিশকাত হা/৪৯২২।

[22]. নাসাঈ হা/৫৬৭২; দারেমী হা/২০৯৪; মিশকাত হা/৪৯৩৩।

[23]. আহমাদ হা/৫৩৭২; নাসাঈ হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৩৬৫৫।

[24]. তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; আবুদাঊদ হা/৪৯০২; মিশকাত হা/৪৯৩২।

[25]. আবুদাঊদ হা/৩৯৩১, সনদ হাসান; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৩০ পৃ.।

[26]. বুখারী হা/৩৮১৮; মুসলিম হা/২৪৩৫; মিশকাত হা/৬১৭৭।

[27]. আহমাদ হা/৮৭১১; মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়; ‘সতর্ক করণ ও ভীতি প্রদর্শন’ অনুচ্ছেদ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১০১ পৃ.।

[28]. ইবনু হিশাম ২/৬৩৮-৩৯; যাদুল মা'আদ ৩/২৪৮; আল-বিদায়াহ ৪/১৪৯; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪২৬ পৃ.।

[29]. মুসলিম হ/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪।

[30]. বুখারী হা/৫৯৯১; মিশকাত হা/৪৯২৩।

[31]. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।

[32]. তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।

[33]. ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩; আ'রাফ ৭/৩৪; বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

[34]. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৭৮৫।

[35]. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০; তালখীছ ৭৬।

[36]. আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯ 'মানাসিক' অধ্যায়-১০।

[37]. আহমাদ হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

[38]. মির'আত ৫/৪৫৩।

[39]. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, পরিচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/৯৪৬।

[40]. তিরমিযী হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৫।

[41]. বুখারী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৩৩৭৭ 'বিবাহ' অধ্যায়।

[42]. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৮-৬৯ ও ২৩৯ পৃ.।

[43]. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৬; মিশকাত হা/৫৩৭৩।

[44]. মুসলিম হা/২৫৫২ (১৩); মিশকাত হা/৪৯১৭।

[45]. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।